দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সংবাদ

ঢাকা ঃ রোববার ৯ই ভাদ্র ১৩৯৮

সরকারী কলেজের শিক্ষকরা

দেশের ২১৭টি সরকারী কলেজের শিক্ষকরা তাদের নানা ধরনের দাবী-দাওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে আন্দোলন করে আসছেন। মিছিল-সমাবেশে শরিক হয়েছেন। কর্মবিরতি পালন করেছেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে দেন-দরবার করেছেন। দফায় দফায় সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে তাদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছেন। মাঝে মাঝে 'বৃহত্তর' বা 'চরম' কর্মসূচীর হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের অতি ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলোও আদায় হয়নি।

ইদানীং আবার তারা 'বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচী'র কথা বলতে শুরু করেছেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতি ২১ দফা দাবী আদায়ে ১লা অক্টোবর থেকে আন্দোলনে যাবার কথা বলছে। বাংলাদেশ সরকারী কলেজ প্রভাষক সমিতি ১২ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে আপাতত তাদের কর্মবিরতি স্থগিত রাখা হলেও সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, '১২ দফা দাবীনামা যতদিন বাস্তবায়িত না হবে ততদিন কর্মবিরতি চলতে থাকবে'।

সরকারী কলেজের শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দাবী তাদের সময়মতো পদোন্নতি। একটা হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, বিভিন্ন পদে ৪ হাজার ৭শ' ৪৭ জন শিক্ষক পদোন্নতির আশায় দিন গুনছে। এই সব পদোন্নতি নিয়ে বিগত সরকারের আমলে বহু টালবাহানা করা হয়েছিল। তার জের এখনও চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দফতর -অধিদফতর, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ফাইল ঘোরাঘুরির পরও একবার দেখা গেল, সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতির বিষয়টি নিষ্পত্তি হলো না। গত জানুয়ারীতে জানা গেল, পদোন্নতির তালিকাভুক্তদের মধ্যে ১৩ জন অধীর আগ্রহে দিন গুনতে গুনতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দীর্ঘসূত্রতার এহেন উদাহরণের পরও পদোন্নতির প্রশ্নটি ত্বরান্বিত হলো না।

ইদানীং অবশ্য শোনা যাচ্ছে, সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ৯শ' জনের কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এসব অনুমোদন লাভ করলে প্রভাষকদের পদোন্নতির ফয়সালা হবে। শিক্ষা বিভাগ যদি আগের কর্মধারা না বদলান তবে ঐ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক কবে যে পদোন্নতির মুখ দেখতে পাবেন তা বলা মুস্কিল।

বিসিএস ক্যাডারে নানা কাঠখড় পুড়িয়ে যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন, তারা বিসিএস-এর অন্যান্য ক্যাডারের সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকরির সমান সুযোগ-সুবিধা পান না। অন্যদের পদোন্নতি স্বাভাবিক ধারায় এগিয়ে গেলেও শিক্ষকদের পদোন্নতিতে নানা টালবাহানা। ফলে শিক্ষকতা পেশা সম্পর্কে কেবল শিক্ষকদের মধ্যেই নয় তরুণদের মধ্যেও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা সমাজে হীনমন্যতায় ভোগেন। অথচ সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতাকে কর্মজীবনে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার কথা। আর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে না পারে তবে দিন দিন শিক্ষার অবনতি রোধ করা সম্ভব হবে না।

অতীতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে খেয়ালখুশীমত বহু কলেজের সরকারীকরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলো এখন সরকারের গলায় বেঁধে আছে। কলেজগুলোর অবস্থার কোন উন্নতি করা হয়নি। আগেকার কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি-বাকরি, পদোন্নতি নানা ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবকিছুতে ত্রিশঙ্কু অবস্থা নিরসন করা দরকার। এসবের এসপার-ওসপার না হলে সরকারী কলেজের শিক্ষকদের অসন্তোষ বাড়তেই থাকবে।

সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য ব্যাপারে যে ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা বিরাজ করছে, তা শিক্ষাব্যবস্থাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সবাইকে খুশী করা সরকারের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু তাই বলে সরকার সময়োপযোগী দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকবেন, তা তো হতে পারে না।